edb : †Mvj‡cv÷ R‡f›Uv‡mi AZ›` cnix

চ্যাম্পিয়ন্স লীগ

Gwm wgjv‡bi AvµgYfv‡Mi †bZ‡Z _vK‡eb KvKv

আসল লড়াই

BUwji wgjvb kn‡ii `B `j Gwm Ges B›Uv‡ii ga¨Kvi g¨vPwU GB cwZ‡hwMZvi gj AvKlY| Z‡e ci‡bv kÎ" R‡f›Uvm-wjfvicj, †Pjwm-evqvb Ges PgK †`Lv‡bv wjl-wcGmwfÕi g¨vP¸‡jv‡Zl †KD KvD‡K †Q‡o K_v ej‡eb bv| †KvqvUvi dvBbv‡ji me¸‡jv g¨vPB n‡e RgRgvU... লিখেছেন **ফজলে রাব্বি রাজীব**

ewRjqvb Rwbb‡nv wjIÕi ÎvbKZv

এপ্রিল ইউরোপের নামীদামী ফুটবল ক্লাবগুলোর জন্য ‘মৃত্যুর মাস’। এ মাসে শুরু হচ্ছে ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে সম্মানজনক ও ব্যয়বহুল প্রতিযোগিতা ‘ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লীগ’-এর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলা এই রাউন্ডে একে একে মৃত্যু ঘটবে ইউরোপের কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী ফুটবল দলের। ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন এফসি পোর্তো, রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং আর্সেনালের মতো প্রভাবশালী দলগুলো।

ইউরোপের সেরা ৩২টি দলের গ্রুপ পর্ব ও নক-আউট পর্বের লড়াই শেষে ৮টি দল উঠে এসেছে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বে। বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, এসি মিলান, ইন্টার মিলান, জুভেন্টাসের মতো বড় দলগুলোর সঙ্গে চমক দেখানো লিঁও, পিএসভি আইন্দোভান এবং ক্লাব ফুটবলের নতুন শক্তি চেলসি এই রাউন্ডে খেলার ছাড়পত্র লাভ করেছে। ইটালির মিলান শহরের দুই দল এসি এবং ইন্টারের মধ্যকার ম্যাচটি এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুণ। এছাড়া পুরনো শত্রু জুভেন্টাস-লিভারপুল, চেলসি-বায়ার্ন এবং চমক দেখানো লিঁও-পিএসভির ম্যাচগুলোতেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। কোয়ার্টার ফাইনালের সবগুলো ম্যাচই জমজমাট হবে- এটা একেবারেই নিশ্চিত। ১৯৯৩ সালের পর এই প্রথম প্রতিযোগিতার শেষ আটে কোনো স্প্যানিশ দলের নাম নেই। চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে এমন ঘটনাও চ্যাম্পিয়ন্স লীগে এবারই প্রথম। নক-আউট পর্বে ইন্টার মিলানের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে বর্তমান কাপ হোল্ডার এফসি পোর্তো।

লিভারপুল (ইংল্যান্ড)-জুভেন্টাস (ইটালি) : ১৯৮৫ সালের হেসেল ট্র্যাজেডির পর প্রথমবারের মতো এ দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। তখন এই টুর্নামেন্ট ‘ইউরোপিয়ান কাপ’ নামে পরিচিত ছিল। ব্রাসেলসের হেসেল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ঐ ফাইনালে গ্যালারির দেয়াল ভেঙ্গে ৩৯ জন দর্শক মারা যায়, যাদের বেশির ভাগই ছিল ইটালিয়ান। অ্যানফিল্ড ও তুরিনের এ দুটি দলের মোকাবেলা আজ থেকে ২০ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুই দলের শক্তির বিচার করলে বলা যায়, লিভারপুল তাদের সুসময় পার করে এসেছে প্রায় দেড় যুগ হলো। একসময় ইউরোপ দাবড়ে বেড়ানো এই দলটির নিজেদের হারিয়ে খোঁজা চলছেই। তবে নতুন কোচ রাফায়েল বেনিতেজের অধীনে দলের পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতা ফিরে এসেছে। পুরো মৌসুম উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দিলেও ইংলিশ লীগে এখনও তাদের অবস্থান প্রথম চারের বাইরে। অধিনায়ক স্টিভেন জেরার্ডই দলের ভরসা। নিজের দিনে একাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন এই ইংলিশ প্লেয়ারটি। এছাড়া মাঝমাঠে তাকে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন হ্যারি কিওয়েল, লুইস গারসিয়া, ভ্লাদিমির স্মিসাররা। রক্ষণভাগে সামি হাইপিয়া ও জন আর্নে রিসাই প্রধান ভরসা। আর আক্রমণের দায়িত্বটা সামাল দেবেন মিলান বারোস। তবে মাঝমাঠে ডিয়েটমার হামানের অনুপস্থিতি দলকে ভোগাবে। তাদের প্রতিপক্ষ জুভেন্টাসের

রক্ষণদুর্গকে তুলনা করা যায় চীনের প্রাচীরের সঙ্গে। থুরাম, ক্যানাভারোদের মতো বাঘা, বাঘা ডিফেন্ডারদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফন। মাঝমাঠে পরিশ্রমী নেদভেদের অনুপস্থিতি আক্রমণের ধার কমিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। তবে নক-আউট পর্বে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে এমারসন, ক্যামেরুনেছি, জামব্রোটাদের পারফরমেন্স নেদভেদের অনুপস্থিতিকে ভুলিয়ে রেখেছিল। আর আক্রমণে অসম্ভব মেধাবী দেল পিয়েরোর পাশে জ্লাটন ইব্রাহিমোভিচ ও ফর্মে ফেরা ডেভিড ত্রেজেগে যে কোনো সময় মরণ কামড় দিতে প্রস্তুত। কোনো ধরনের অঘটন না ঘটলে এই দুই দলের লড়াই শেষে সেমিফাইনালে খেলার টিকেট জুভেন্টাসের হাতে যাবে।

এসি মিলান (ইটালি)-ইন্টার মিলান (ইটালি) : তিন বছরে দ্বিতীয়বারের মতো এসি এবং ইন্টার চ্যাম্পিয়ান্স লীগে পরস্পরের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে। এ ম্যাচটিই এখন সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের আলোচনার প্রধান বিষয়। ২০০৩-এর সেমিফাইনালে দুই লেগের খেলার ফল ড্র থাকলেও অ্যাওয়ে গোলের অ্যাডভানটেজ এসি মিলানকে ফাইনালে পৌঁছে দেয়। এবারও এসি মিলান আছে দারুণ ফর্মে। এই মুহূর্তে ইটালিয়ান লীগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। সর্বকালের সেরা লেফটব্যাক পাওলো মালদিনি, কাফু, সময়ের সেরা সেন্টার ব্যাক আলেসান্দ্রো নেস্তা এবং ইয়াপ স্ট্যাম এসি মিলানের রক্ষণভাগকে করে রেখেছে দুর্ভেদ্য। আর গোল পোস্টে দিদার পারফরমেন্সও প্রশংসা করার মতো। মিডফিল্ডে কুশলী আন্দ্রে পার্লো, কাকার সঙ্গে আছেন পরিশ্রমী সিডর্ফ, গাটুছো, এমব্রোসিনি আর রুই কস্তা। ইউরোপের বর্ষসেরা খেলোয়াড় আন্দ্রে শেভচেঙ্কো আহত থাকলেও তার জায়গায় চমৎকার মানিয়ে গেছেন চেলসি থেকে ধারে খেলতে আসা হারনান ক্রেসপো। নক-আউট পর্বে ম্যানচেস্টারের বিরুদ্ধে দুই লেগেই গোল করেছেন আর্জেন্টাইন এই স্ট্রাইকার। আঘাতের কারণে চার মাস মাঠের বাইরে থাকা ফিলিপ্পো ইনজাগির আগমন দলের আক্রমণভাগকে আরো বেশি মজবুত করেছে। প্রতিপক্ষ ইন্টারের শিবির উদ্বিগ্ন আঘাত সমস্যা নিয়ে। আলভারো রেকোবা এবং ডিজান স্টেনকোভিচ আগে থেকেই ইনজুরড। ম্যাচ ফিটনেসের অভাবে ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরির খেলাও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। ইন্টারের ইনজুরি লিস্টে নতুন সংযোজন আদ্রিয়ানো। এফসি পোর্তোর বিরুদ্ধে আগের রাউন্ডে তিন গোল করা আদ্রিয়ানোর ইনজুরি ইন্টারের জন্য একটা বড় ধাক্কা। রেকোবা ও আদ্রিয়ানোর

gvB‡Kj evjvK : gvS gv‡V evqv‡bi Uv¤úKvW

অনুপস্থিতিতে আক্রমণভাগে সামলাবে মার্টিনস্ ও জুলিও ক্রজ। মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করবে এমরে, ভেরন, কিলি গণজালেস, ক্যাম্বিয়াছো। করডোবা, হাভিয়ার জানেত্তি, মাতেরাজ্জি, ফ্রান্সেসকো কোকোকে নিয়ে গড়া ডিফেন্সই ইন্টার মিলানের মূল ভরসা। সাম্প্রতিক ফর্ম এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী দুই বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবারও, এমন ধারণা সবার।

অলিম্পিক লিঁও (ফ্রান্স)- পিএসভি আইন্দোভান (হল্যান্ড) : ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স লিঁও এবারের আসরের ডার্ক হর্স। গতবারের সারপ্রাইজ প্যাকেজ এফসি পোর্তোর পথ অনুসরণ করে চ্যাম্পিয়ান্স লীগের শিরোপা জয় করার মতো ক্ষমতা তাদের আছে। মিডফিল্ডার জুনিনহো পারনামবুকানো এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড সিডনি গোভুই দলের প্রাণ। আর রক্ষণদুর্গ পাহারা দেন মাইকেল এসিয়েন, ক্রিস, ক্লদিও কাকাপা, এ্যানথোনি রিভেইলেরি। পিএসভি আইন্দোভানও এই মৌসুমে ভালো ফর্মে আছে। ডাচ ফুটবল লীগে পিএসভির অবস্থান এখন শীর্ষে। তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলে কোনো তারকা খেলোয়াড় না থাকলেও লড়াই করার মতো মনোবল তাদের আছে। তার প্রমাণ তারা দিয়েছে প্রথম নক-আউট পর্বে গতবারের ফাইনালিস্ট এ এস মোনাকোর বিরুদ্ধে। শক্তির বিচারে দুই দলের সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি হলেও সাম্প্রতিক ফর্ম ও পরিসংখ্যান লিঁওর অনুকূলে।

চেলসি (ইংল্যান্ড)-বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি) : জোসে মোরিনহোর চেলসি এখন ইউরোপের নতুন শক্তি। গত বছর পোর্তোকে শিরোপা জেতানো মোরিনহো একই সাফল্য আবার অর্জন করতে চায় চেলসির সঙ্গে। ইংলিশ লীগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং আর্সেনালের মতো বড় দলগুলোর চেয়ে পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে থাকা চেলসির সামর্থ্য নিয়ে কারো সন্দেহ নেই। তার ওপর তারা আগের রাউন্ডে হারিয়েছে বর্তমানে ইউরোপের সেরা দল বার্সেলোনাকে। এই জয়টা বায়ার্নের বিরুদ্ধে খেলায় চেলসিকে প্রেরণা যোগাবে। ডাফ, ল্যাম্পার্ড, জো কোল, ক্লদ ম্যাকালেলি মাঝ মাঠে চেলসির ত্রাণকর্তা। দীর্ঘদিন ইনজুরিতে ভোগার পর দলে ফেরা আরিয়েন রোবেন চেলসির মাঝমাঠকে করেছে দ্বিগুণ শক্তিশালী। আক্রমণে দিদিয়ের দ্রগবা পুরো মৌসুমটাই চমৎকার খেলেছেন। রক্ষণভাগে জন টেরি, উইলিয়াম গালাস, রিকার্ডো কার্ভালহো, ওয়েন ব্রিজ এবং সঙ্গে গোলকিপার পিটার চেকের সমন্বয় চমৎকার। চেলসির প্রতিপক্ষ বায়ার্নও গত দুই-তিন বছরে তাদের সেরা ফর্মে ফিরেছে। নক-আউট পর্বে আর্সেনালের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে হেসে খেলে। গোলপোস্টে প্রবীণ অলিভার কানই দলের প্রথম পছন্দ। ইদানীং তার পারফরমেন্স বারবার সমালোচিত হলেও নিজের দিনে প্রতিপক্ষকে হতাশায় ডোবাতে পারেন এখনও। ডিফেন্সে লিজারাজু, থমাস লিনকে, লুসিও অতন্দ্র প্রহরীর মতো। মিডফিল্ড মাতাবেন মেমেত শোল, জে রবার্টো, জার্মানদের আদরের মাইকেল বালাক, জেন্স জেরেমিজ, টরস্টেন ফ্রিংগ্স। আর রয় মাকায়ের সঙ্গে প্রতিপক্ষের সীমানায় মুহুর্মুহু আক্রমণ শানাবেন পিজ্জারো ও রোকে সান্তাক্রুজ। বাংলায় একটা কথা আছে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। শক্তির বিচারে চেলসি বায়ার্নের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও অভিজ্ঞতায় জার্মানরা তাদের শিক্ষক। আর চ্যাম্পিয়ান্স লীগে অভিজ্ঞতা যে কত বড় ব্যাপার তা পুরনো ইতিহাস ঘাঁটলেই চোখে পড়ে। চেলসি-বায়ার্নের ম্যাচে তাই জার্মানদেরকেই মানা হচ্ছে ফেভারিট।

সাম্প্রতিক ফর্ম, পরিসংখ্যান এবং শক্তির বিচারে সেমিফাইনালে উঠে আসবে জুভেন্টাস, এসি মিলান, লিঁও এবং বায়ার্ন মিউনিখ। তবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে নিশ্চিত বলে কিছু নেই। আর তাই সব হিসাব-নিকাশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র পাবে লিভারপুল, ইন্টার মিলান, পিএসভি আইন্দোভান এবং চেলসি- এমন সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না।